ট্রেন্ডস

অফিসে ঢুকে দেখলাম ডেস্কে ধ্যানী বকের মতো বসে আছে জন হারম্যান। এটি খুবই সাধারণ একটি দৃশ্য। হারম্যান উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে হাডসন নদীর দিকে। বুকে হাত বাঁধা, চোখে ভ্রুকুটি-ইদানিং এরকম চেহারায় দেখা যায় হারম্যানকে।

আমি ধপ করে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে। '"ক্ল্যারিয়ন" পত্রিকায় আজকের সম্পাদকীয়টা পড়েছেন, বস?'

আমার দিকে ঘুরল হারম্যান। লাল টকটকে চোখ। 'না। পড়িনি। কি লিখেছে? ঈশ্বরের প্রতিহিংসা আমার ওপর নেমে আসবে একথাই লিখেছে তো?' বিদ্রুপাত্মক শোনাল তার কণ্ঠ।

'তারচেও বেশি, বস', বললাম আমি, 'শুনুন। পড়ছি:

'আগামীকাল জন হারম্যানের স্বর্গকে অপবিত্র করার দিন। আগামীকাল বিশ্ব মতামত অগ্রাহ্য করে এই মানুষটি ঈশ্বরকে অবমাননা করার ফন্দি করেছেন।

'মানুষকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে বা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। এর মধ্যে একটি হল নক্ষত্রলোকে যাত্রা। আদমের মতো জন হারম্যানেরও শখ হয়েছে গন্ধম ফল ভক্ষণ করার। আর আদমের মতোই তিনি ভোগ করবেন শাস্তি।

'তবে এসব কথা মুখে বললেই শুধু চলবে না। আমরা যদি তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিহিংসার শিকার হতে দিই, তাহলে এ জন্যে তিনি একা কষ্ট ভোগ করবেন না, গোটা মানব জাতিকে ঈশ্বরের প্রতিহিংসার বলি হতে হবে। হারম্যানের শয়তানী কার্যকলাপকে সমর্থন করা মানে আমাদের নিজেদেরকে অপরাধের সঙ্গে সমৃদ্ধ করা, আর স্বর্গ থেকে অভিশাপ পতিত হবে সবার ওপরেই।

'কাজেই এটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে যে হারম্যানকে তাঁর আগামীকালের

তথাকথিত রকেট যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে অস্বীকৃতি জানালে তা সহিংসতার দিকে রূপ নিতে পারে। যদি রকেট যাত্রা বন্ধ করা না হয় বা কারাগারে অবরুদ্ধ করা না হয় হারম্যানকে, আমাদের ক্রুদ্ধ জনতা আইন নিজের হাতে তুলে নিলে তা অস্বাভাবিক কিছু হবে না—'

রাগে লাফিয়ে উঠল হারম্যান, এক ঝটকায় কাগজটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। গনগনে গলায় বলল, 'এটা সরাসরি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার সামিল। পড় এগুলো।'

পাঁচ/ছ'টা খাম ছুঁড়ে দিল সে আমার দিকে। এক নজর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম ওর ভেতর কি আছে।

'আবারও মৃত্যুর হুমকি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। বাড়িতে পুলিশ প্রহরা আর জোরদার করতে হয়েছে আমাকে। কাল নদীর পাড়ের টেস্টিং-গ্রাউন্ডে যাব। এ জন্যে মোটর সাইকেল পুলিশ এসকর্টির ব্যবহারও নিতে হয়েছে।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে ঘরে পায়চারি শুরু করে দিল হারম্যান। 'আমার কি করা উচিত বুঝতে পারছি না, ক্লিফোর্ড। প্রায় দশ বছর প্রমিথিউসের ওপর কাজ করেছি আমি। প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিসের জন্যে? কতগুলো বোকা আন্দোলনকারী আমার বিরুদ্ধে পাবলিক সেন্টিমেন্ট বৃদ্ধি করতে চাইছে। ওদের আমি ভয় পাব? কখনো না।'

'আপনি সময়ের চেয়ে এগিয়ে আছেন, বস?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম আমি। আমার কথা শুনে খুবই রেগে গেল হারম্যান।

banglainternet.com

'"সময়ের আগে এগিয়ে আছি" বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি? এটা ১৯৭৩ সাল। পৃথিবী গত অর্ধশতাব্দী ধরে মহাশূন্য অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ স্বপ্ন দেখত, গল্প করত কবে তারা পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে যাবে। পঞ্চাশ বছর ধরে বিজ্ঞান এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশে একটু একটু করে এগিয়েছে। আর এখন...এখন আমি অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছি। আর এ সময়ে আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

'২০ এবং ৩০-এর দশক ছিল নৈরাজ্য, অধঃপতন এবং কুশাসনের

বছর,' বললাম আমি। 'ওই সময়টাকে আপনি ক্রাইটেরিয়া হিসেবে ধরতে পারেন না?'

'জানি। জানি। তুমি ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪০ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করছ। আমার বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছেন, দাদা করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তারপরও ওই সময়ে বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছিল। মানুষের মনে তখন সাহস ছিল, তারা স্বপ্ন দেখত, দুঃসাহসী ছিল। কিন্তু তখনকার মানুষেরা মন কুসংস্কারে ভরা। তারা মহাশূন্য অভিযাত্রাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। বলে এটা "ঈশ্বরের প্রতি বিরোধিতা।"'

ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে ফেলল হারম্যান, তাকাল অন্য দিকে। তার চোখে পানি এসে গেছে। হঠাৎ শিরদাঁড়া টানটান করল হারম্যান, আগুন ঝরছে চোখ দিয়ে। 'কিন্তু আমি ওদেরকে দেখিয়ে ছাড়ব। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে থোড়াই কেয়ার করে এগিয়ে যাব। কারণ এখন আমার ফিরে আসার উপায় নেই।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, বস,' বললাম আমি, 'মাথা গরম করলে কোনো ফায়দা হবে না।'

'ঠিক বলেছ। এসব নিয়ে আর মাথা গরম করব না। ভালো কথা, শেলটন কোথায়?'

'ইন্সটিটিউটে। আমাদের জন্যে বিশেষ ফটোগ্রাফিক প্লেট পাঠানর ব্যবস্থা করছে।'

'অনেকক্ষণ হল গেছে, না?'

'জ্বী। বস, একটা কথা। ওর মতিগতি আমার ভালো ঠেকছে না।'

'আরে দূর। ও আমার সঙ্গে দু'বছর ধরে কাজ করছে। কোনো ঝামেলা হয়নি।'

'ঠিক আছে।' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললাম আমি। 'আমার কথা শুনতে না চাইলে শুনবেন না। তবে ওকে দেখলাম অটিস এলড্রেজের প্যামপ্লেট পড়ছে। ওগুলোতে আপনার বিরুদ্ধে কি লেখা আছে জানেনই তো।'

'জানি,' নাক কোঁচকাল হারম্যান। 'ও সব পাত্তা দিই না আমি।'

banglainternet.com

'শেলটন বলল ফুটপাতে কুড়িয়ে পেয়েছে নাকি প্যামপ্লেটটা। কৌতূহল নিরসনের জন্যে পড়েছে। কিন্তু ওকে ওয়ালেটের পকেট থেকে প্যামপ্লেট বের করে পড়তে দেখেছি আমি। তাছাড়া ও প্রতি রোববার গির্জায় যায়।'

'তাতে কি ? আজকাল সবাই গির্জায় যাচ্ছে। তবে ওর ওপর সন্দেহ হলে নজর রেখ।'

কিন্তু এরপর আমরা কাজের চাপে শেলটনের কথা ভুলে গেলাম। আর এই ভুলে যাওয়াটাই কাল হল।

টেস্টের আগে তেমন কিছু করার ছিল না। আমি পাশের ঘরে গিয়ে হারম্যানের ফাইনাল রিপোর্টগুলোতে চোখ বুলাতে লাগলাম। কোনো ভুলটুল থাকলে তা শুধরে দেয়ার দায়িত্ব আমার। তবে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। বার বার অতীতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

মহাশূন্য অভিযানের গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। মাস ছয় আগে হারম্যান যখন ঘোষণা করল প্রমিথিউসের কাজ প্রায় শেষ, বিজ্ঞানী মহল উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তাদের উৎসাহ বেশিদিন থাকেনি। একুশ শতকের পাঠকের কাছে ব্যাপারটা হয়তো আশ্চর্যের মনে হবে, তবে এটাই সত্য ১৯৭৩ সালে মহাশূন্য অভিযান করতে গিয়ে নানা আপত্তির মুখে পড়তে হয়েছে আমাদেরকে। ওই সময় মানুষের চিন্তাভাবনাগুলো খুব একটা উন্নত ছিল না। ধর্ম নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি চলছিল, গির্জাও হারম্যানের রকেট যাত্রার বিরোধিতা করেছে। এরপর পত্রিকাওলারা আমাদের বিরুদ্ধে লাগে। হারম্যানের কাছে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে চিঠি আসতে শুরু করে। একা রাস্তায় বেরুন তার জন্যে নিরাপদ ছিল না। তবে সবচে' খারাপ অবস্থায় পড়ে সে ওটিস এলড্রেজ এবং তার ইভানজেনিক্যাল সোসাইটিকে নিয়ে।

banglainternet.com

এলড্রেজ এক অদ্ভুত চরিত্র—সেই প্রতিভাবানদের একজন যারা খুব দ্রুত ওপরে ওঠে আসে। ঈশ্বর তাকে দান করেছেন দুর্দান্ত একখানা জিভ। দারুণ কথা বলতে পারে এলড্রেজ। কথা বলে সম্মোহন করে রাখতে পারে জনতাকে। কমপক্ষে কুড়ি হাজার মানুষ তার এক কথায় যে কোনো সময় দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। গত চার মাস ধরে হারম্যানের পেছনে

লেগে আছে সে। আর গত চার মাস ধরে গোটা পৃথিবীই যেন মারমুখী হয়ে আছে তার প্রতি।

তবে সহজে দমবার পাত্র নয় পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা হারম্যান। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন যত দানা বেঁধে উঠছিল, ততই নিজের অবস্থানে সুদৃঢ় হয়ে উঠছিল হারম্যান।

হঠাৎ ডোরবেলের শব্দে চিন্তার সূতাটা ছিঁড়ে গেল আমার। দেখলাম লম্বা-চওড়া এক লোক পুলিশ সার্জেন্ট ক্যাসিডির সঙ্গে কথা বলছে। লোকটি হাওয়ার্ড উইনস্টিড ইন্সটিটিউট প্রধান। হারম্যান দ্রুত বেরিয়ে গেল তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে। এরপর দু'জনে অফিসে ঢুকল। ওদের পেছন পেছন আমিও গেলাম। কৌতূহল নিয়েই। উইনস্টিড যতটা না বিজ্ঞানী তারচে' বেশি রাজনীতিবিদ।

উইনস্টিডকে মনে হল অস্বস্তিতে ভুগছে। হাসি খুশি ভাবটা চেহারা থেকে উধাও। হারম্যান ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে দেখে অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাল উইনস্টিড। আবহাওয়া নিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। তারপর হঠাৎ করেই আসল প্রসঙ্গে চলে এল সে।

'জন,' বলল উইনস্টিড, 'অভিযাত্রা কয়েক দিনের জন্যে বন্ধ রাখলে কেমন হয়?'

'তুমিও অভিযাত্রা বাতিল করার কথা বলতে এসেছ! কিন্তু করব না। আর এটাই আমার শেষ কথা।'

হাত তুলে বাধা দিল উইনস্টিড। 'দাঁড়াও, জন। দাঁড়াও। উত্তেজিত হয়ো না। আমার কথাটা আগে বোঝার চেষ্টা করো। ইন্সটিটিউট তোমাকে মুক্ত হাতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমি জানি। এও জানি খরচাপাতির অর্ধেকের বেশি গেছে তোমার নিজের পকেট থেকে। তবু এটা তুমি চালিয়ে যেতে পারবে না।'

'পারব না নাকি?' বিদ্রুপের সুরে জনতে চাইল হারম্যান। 'শোনো, জন। তুমি তোমরা বিজ্ঞানকে জান কিন্তু মানুষের স্বভাব চেন না। আমি চিনি। এটা "পাগলা দশক" নয়। সে স্বীকার করো আর নাই করো। ১৯৪০ সাল থেকে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছ।' বলার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম বক্তৃতা দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে উইনস্টিড।

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, তোমার জানা আছে গোটা পৃথিবী ধর্ম থেকে

সরে এসে সভা-সম্মেলনের স্বাধীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ওই সময় মানুষ ছিল নিরাপদময়, স্বপ্ন হারা, উদাস এবং কৃত্রিম। এলড্রেজ এদেরকে আখ্যায়িত করেছে "ধূর্ত এবং পাপী" বলে। এ সত্ত্বেও বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটছিল। অনেকে ওই সময়টিকে "স্বর্ণযুগ" বলে আখ্যায়িত করেছে।

'যাহোক, ওই সময়ের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের কথাও তোমার জানা আছে। সময়টা ছিল রাজনৈতিক যোগাযোগ আর আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যের কাল; আত্মঘাতী, মস্তিষ্কশূন্য, উন্মাদ কাল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা আরো তুঙ্গে উঠে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও মানুষকে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনতে শুরু করে।

'"পাগলা দশক" নিয়ে লোকের মনে বিরক্তির সীমা ছিল না। তারা এ যুগটার পুনরাবৃত্তি দেখতে চায়নি। আমরা এখন দ্বিতীয় ভিক্টোরিয়ান যুগে বাস করছি। আর মানব ইতিহাস সময়ের পেন্ডুলামের মতো দুলে দুলে যায়। আর এই দুলুনিটা ক্রমে ধর্ম এবং সত্ত্বা-আলোচনা ইত্যাদির দিকে এগিয়েছে।

'গত পঞ্চাশ বছরে অনেক কিছুই অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, শুধু বিজ্ঞান বাদে। কিন্তু ওটিস এলড্রেজের ভাষ্য বিজ্ঞানই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক এনে দিয়েছে। তারা বলে বিজ্ঞান সংস্কৃতিকে পেছনে ফেলে চলে গেছে, টেকনোলজি ছাপিয়ে গেছে সমাজবিজ্ঞানকে, আর এই ভারসাম্যহীনতা এত বাইরে এসেছে যে পৃথিবী প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন। আর ব্যক্তিগতভাবে আমিও মনে করি এ ব্যাখ্যা তেমন ভুল নয়।

'তবে এমন একটা সময়ে তুমি যা করতে যাচ্ছ তা জনতাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে যে তাদেরকে শান্ত করে রাখাই মুশকিল হয়ে যাবে। তাই তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি, জন। এ পাগলামী ছাড়। নইলে বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে তোমার।'

banglainternet.com

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল ঘরে। তারপর জোর করে মুখে হাসি ফোটাল হারম্যান। 'কাম, উইনস্টিড। তুমি দেখছি দেয়ালে ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছ। তুমি কি বলতে চাইছ যে গোটা পৃথিবী দ্বিতীয় অন্ধকার যুগের মধ্যে ঢুকে পড়তে যাচ্ছে? বুদ্ধিমান মানুষগুলো তো বিজ্ঞানের পথেই আছে। নয় কি?'

'থাকলেও খুব বেশি নেই,' পকেট থেকে পাইপ বের করল উইনস্টিড।

তাতে ধীরেসুস্থে তামাক পুরল। 'এলড্রেজ মাস দুই আগে ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছে। নাম দিয়েছে এল.আর.। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে বিস্তৃতি ঘটেছে দলটার। শুধু আমেরিকায় এ দলের সদস্য সংখ্যা দু' কোটি। এলড্রেজ দম্ভ করে বলছে আগামী কংগ্রেস নির্বাচনে সে-ই জয়ী হবে। আর এতে অতিশয়োক্তিত নেই। ইতোমধ্যে রকেট গবেষণা নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিল তৈরির জোর লবিং চলছে সিনেটে, আর এ ধরনের আইন ইতোমধ্যে পাশ হয়ে গেছে পোল্যান্ড, পর্তুগাল এবং রোমানিয়ায়। হ্যাঁ, জন, আমরা বিজ্ঞানের হয়রানির দিকে বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি।' সে এখন দ্রুত পাইপ টানছে।

'কিন্তু হাওয়ার্ড আমি যদি সফল হই তখন কি হবে?'

'কিন্তু তুমি বেঁচে ফিরতে পারবে কিনা সেটাই তো কথা।'

'তাতে কি এসে যায়? আমার ভুলগুলো থেকে—আমার পরবর্তী গবেষক শিক্ষা নেবে। শুধরে নেবে ভুল-ত্রুটি। এটাই তো বৈজ্ঞানিক নিয়ম।'

'জনতা বৈজ্ঞানিক নিয়মের ধার ধারে না, জানতেও চায় না। যাকগে, কি স্থির করলে? বাদ দেবে?'

লাফ মেরে সিধে হল হারম্যান, গায়ের ধাক্কায় চেয়ারটা মেঝেতে ছিটকে পড়ে ঠ্যাং ভাঙল। 'তুমি জান তুমি কি প্রশ্ন করেছ? জান যে আমার সারাজীবনের স্বপ্ন থেকে দূরে সরে যেতে বলছ? তোমার কি ধারণা আমি সব ছেড়ে ছুঁড়ে তোমার প্রিয় জনতার বদান্যতার আশায় বসে থাকব? তোমার কি মনে হয় ওরা সারাজীবনেও বদলাতে পারবে?

'আমার জবাব হলো এটাই : আমার অধিকার আছে জ্ঞানর্জন করা। বিজ্ঞানের অধিকার আছে কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়া উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ঘটান। কিন্তু গোটা পৃথিবী আমার কাজে হস্তক্ষেপ করছে। বলছে আমি ভুল করছি। কিন্তু আমি জানি আমি ঠিক কাজটিই করছি। যতই বাধা আসুক আমি আমার অধিকার থেকে একচুল সরে দাঁড়াব না।'

দুঃখিত ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ল উইনস্টিড। 'তুমি ভুল করছ, জন। সমাজ যা গ্রহণ করতে পারে সেটা সঠিক। যা পারে না তা ভুল।'

হারম্যান রাগী ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলল উইনস্টিডের দিকে। যথেষ্ট হয়েছে। তোমার আর কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি এবং আমেরিকার

banglainternet.com

আর সবাই আমার বিরুদ্ধে চলে গেলেও কাল শিডিউল অনুযায়ী আমার রকেট আকাশে উড়বে। এখন তুমি চলে যাও।'

লাল হয়ে গেল ইন্সটিটিউট প্রধানের মুখ। আমার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি আমার স্বাক্ষী, ইয়ংম্যান। এই উন্মাদ কি বলল সবই শুনেছ তুমি,' বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।

আমার দিকে ঘুরল হারম্যান। 'তারপর, তুমি কি ভাবছ ? তুমিও নিশ্চয়ই ওর দলে।'

জবাবটা তৈরিই ছিল। চট করে বললাম। 'আপনার আদেশ মেনে চলার জন্যে আপনি আমাকে বেতন দেন, বস। কাজেই আমি সবসময় আপনার দলে।'

পরদিন ১৫ জুলাই। ভোরবেলা আমি, হারম্যান এবং শেলটন রওনা হয়ে গেলাম হাডসন নদীর দিকে। ওখানে প্রমিথিউসকে রাখা হয়েছে পুলিশ প্রহরায়। সূর্যের আলোয় চকচক করছে রকেটের গা।

প্রমিথিউসকে ঘিরে রেখেছে অনেক লোক। বেশির ভাগের চেহারায় মারমুখি ভাব। আমার তো ভয়ই করতে লাগল, না জানি ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর।

কিন্তু হারম্যান জনতাকে পাত্তাই দিল না। সে নাক কুঁচকে বসে রইল গাড়িতে। প্রমিথিউস-এ ওঠার পরে আমাদেরকে নির্দেশ দিল ইন্সপেকশন করার জন্যে। আমি আউটার ওয়াল এবং এয়ার লকগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম কোথাও লিক বা ফুটো আছে কিনা। শেলটন স্ক্রিন এবং ফুয়েল ট্যাঙ্ক চেক করল। শেষে হারম্যান গায়ে চড়াল গোবদা স্পেসস্যুট। জানাল সে রেডি।

banglainternet.com

নড়ে উঠল জনতা। কাঠের একটা প্ল্যাটফর্মে উঠে এল লম্বা, রোগা এক লোক। উজ্জ্বল চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। এ ওটিস এলড্রেজ। তাকে দেখে উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল। একটা হাত তুলল এলড্রেজ জনতাকে চুপ করার জন্যে। তারপর ঘুরল হারম্যানের দিকে। হারম্যান তাকে দেখে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ। হারম্যানের দিকে লম্বা, হাড্ডিসার একটা আঙুল তুলে এলড্রেজ বলল :

'জন হারম্যান, শয়তানের পুত্র, তুমি এখানে এসেছ শয়তানী উদ্দেশ্য নিয়ে। তুমি এমন এক জায়গায় যেতে চাইছ যেখানে মানুষের যাওয়া

নিষেধ। তুমি স্বর্গের নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ নিতে চাইছ। তবে সাবধান— পাপের ফলের স্বাদ তোমাকে নিতে না হয়।'

এলড্রেজকে সমর্থন জানিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। এলড্রেজ বলে চলল, 'ঈশ্বর তোমার ওপর রেগে আছে, জন হারম্যান। তোমার এই ধৃষ্টতা তিনি সহ্য করবেন না। তোমার আজকেই মরণ হবে, জন হারম্যান।' শেষ কথাটা নবী বা দরবেশের বজ্র নির্ঘোষের মতো শোনাল।

তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে অন্যদিকে ঘুর দাঁড়াল হারম্যান। পরিষ্কার জোর গলায় পুলিশ সার্জেন্টকে বলল, 'এদেরকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করুন, অফিসার। রকেটের বড্ড কাছে এরা। রকেট চালু হবার পরে বিস্ফোরণের ধাক্কায় ক্ষতি হতে পারে।'

কিন্তু পুলিশ সার্জেন্ট পাত্তাই দিল না হারম্যানকে। হারম্যান আর কিছু বলল না। নীরবে ঢুকে পড়ল জাহাজে। তাকে রকেটে ঢুকতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠল জনতা। ওটিস এলড্রেজ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পাপীকে তার পাপের কাজ করতে দাও। "প্রতিশোধ আমি লইব" বলেছেন প্রভু।'

রকেট ছাড়ার মুহূর্তে শেলটন কনুই দিয়ে গুঁতো মারল আমাকে। 'এখান থেকে সরো। রকেট ব্লাস্টের ধোঁয়া বিষাক্ত।' ফিসফিস করে কথাগুলো বলেই দৌড় দিল সে।

হঠাৎ আমার পেছনে প্রচণ্ড একটা গর্জন শুনতে পেলাম। তীব্র উত্তপ্ত বাতাসের ঢেউ ধাক্কা মারল আমাকে। কানের পাশে ভীতিকর ভঙ্গিতে হিস্‌স্ করে উঠল কি যেন। ভয়ানক ধাক্কার চোটে মাটিতে ছিটকে পড়লাম আমি। কয়েক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে চিত হয়ে পড়ে রইলাম মাটিতে, কানে ঝনঝন শব্দ, মাথা বনবন ঘুরছে।

banglainternet.com

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে ভয়ংকর একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রমিথিউস-এর সমস্ত ফুয়েল সাপ্লাই এক সাথে বিস্ফোরিত হয়েছে। একটু আগে রকেটটি যেখানে ছিল সেখানে মস্ত একটা গর্ত হাঁ করে আছে। মাটিতে ছিটিয়ে আছে ধ্বংসস্তূপ। মানুষের তীব্র আর্তনাদ, আহাজারি কানে শোনা যায় না। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত লাশ।

হঠাৎ পায়ের কাছে গুঙিয়ে উঠল কে যেন। তাকাতেই দেখি শেলটন। মাথার পেছনটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

'ঘটনাটা আমিই ঘটিয়েছি,' কর্কশ এবং উল্লাসিত শোনাল তার কণ্ঠ। তবে খুব আস্তে বলছে শেলটন। কথা বলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। 'কাজটা আমিই করেছি। আমি লিকুইড-অক্সিজেন কম্পার্টমেন্ট খুলে রেখেছিলাম। আগুনের ফুলকির ছোঁয়া লাগা মাত্র—ভিড়িম!' হাঁপাতে লাগল শেলটন। নড়তে চেষ্টা করল। পারল না। 'ধ্বংসাবশেষের শক্ত কিছু একটা আঘাত করেছে আমাকে। তবে গ্রাহ্য করিনি। মারা গেলেও জানব যে—'

খকখক কেশে উঠল শেলটন। তারপর মারা গেল। তবে চেহারায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করার তৃপ্তি ফুটে রইল।

এতক্ষণে মনে পড়ল হারম্যানের কথা। ম্যানহাটান এবং জার্সি সিটি থেকে অ্যামবুলেন্স চলে এসেছে। পাঁচশ গজ দূরে কাঠের একটা চাপড়ার ধারে দেখলাম একটা অ্যামবুলেন্সকে। ওখানে, গাছের মগডালে ঝুলে আছে প্রমিথিউসের ফরোয়ার্ড কমপার্টমেন্টের ভাঙা একটা অংশ। আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটলাম ওদিকে। কিন্তু তার আগেই হারম্যানকে কমপার্টমেন্ট থেকে বের করে আনা হল। নিয়ে গেল অ্যামবুলেন্সে।

এরপর আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে করলাম না। ছিন্নভিন্ন মানুষের ভিড় তখন নিহত-আর আহতদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু একটু পরেই হয়তো আমাদের কথা মনে পড়বে ওদের। তখন প্রতিশোধ নেয়ার বাসনায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে। ভিড়ের সাথে মিশে গেলাম আমি। সুযোগ বুঝে কেটে পড়লাম।

পরবর্তী একটা হপ্তা খুবই খারাপ কাটল আমার সময়। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে লুকিয়ে রইলাম প্রাণের ভয়ে। হারম্যানকে ভর্তি করা হয়েছে জার্সি সিটি হাসপাতালে। দুর্ঘটনায় ওর তেমন ক্ষতি হয়নি। শুধু শরীরের কয়েক জায়গা কেটে ছিড়ে গেছে। তবে গোটা পৃথিবী এক ভয়ানক আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

নিউইয়র্কসহ বাকি সবাই স্রেফ উন্মাদ হয়ে উঠল। প্রতিটি পত্রিকায় বড় বড় হেডিং-এ লাল অক্ষরে ছাপা হল "২৮ জন নিহত, ৭৩ জন আহত—পাপের মূল্য," সম্পাদকীয়তে হারম্যানকে গ্রেফতার করার কথা বলা হল। বলা হল তার বিরুদ্ধে যেন প্রথম ডিগ্রী খুনের অভিযোগ আনা হয়।

ওটিস এলড্রেজের অনুসারী সবাই হারম্যানের মৃত্যুদণ্ড দাবি করল। দুর্ঘটনায় এলড্রেজ দু'টি পা-ই সাংঘাতিক জখম হয়েছে। সে কারণে

হারম্যানের প্রতি প্রতিহিংসাটা বেশি। ভয়ানক দাঙ্গার ভয়ে জার্সি সিটির মেয়র কারসন নগরীতে পুলিশ প্রহরা জোরদার করলেন। সেই সাথে ট্রেনটনে ফোন করে ছোট মিলিশিয়া পাঠাতে বললেন। ১৬ জুলাই জার্সি কোস্টে পুলিশের সাথে জনতার প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। টিয়ার গ্যাস মেরেও ছত্রভঙ্গ করা গেল না তাদেরকে। বাধ্য হয়ে চারদিক মার্শাল ল জারী করা হল নগরীতে। স্টেট মিলিশিয়া ঢুকল শহরে। তখন এলড্রেজ মেয়রের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে বাধ্য হল। মেয়র ঘোষণা করলেন, জন হারম্যানকে তার অপরাধের প্রাপ্য শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে, তবে সেটা করা হবে বৈধভাবে। বিচার চলবে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং নিউজার্সি এ জন্যে প্রয়োজনীয় যা কিছু করার দরকার করবে।

হপ্তাখানেকের মধ্যে মোটামুটি শান্ত হয়ে এল পরিস্থিতি। এরপর চলে গেল আর দু'হপ্তা। কাগজগুলো হারম্যানকে নিয়ে কিছু লিখল না বললেই চলে। তবে নতুন জিটম্যান অ্যান্টি রকেটারি বিল কংগ্রেসে পাশ হওয়া উপলক্ষে হারম্যানের নাম ওখানে এল রেফারেন্স হিসেবে।

হারম্যান এখন পড়ে আছে হাসপাতালে। কোনো বৈধ অ্যাকশন এখন পর্যন্ত নেয়া হয়নি তার বিরুদ্ধে। তবে হাসপাতালে প্রটেকশনের কথা বলে একরকম বন্দি করে রাখা হল হারম্যানকে। সিদ্ধান্ত নিলাম এবার আমাকেই অ্যাকশনে নামতে হবে।

জার্সি সিটির উপকণ্ঠে টেম্পল হাসপাতাল। হাসপাতালের রোগীদের লিস্ট ঘেঁটে দেখলাম ১৫ই নম্বর কেবিনে রাখা হয়েছে হারম্যানকে। এক অন্ধকার রাতে হানা দিলাম আমি টেম্পল হাসপাতালে। বেসমেন্টের জানালা গলে চলে এলাম হারম্যানের কেবিনে।

'কে ওখানে?' পায়ের শব্দ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল হারম্যান।

'শ্‌শ্‌। চুপ করুন। আমি ক্লিফ ম্যাককেনি।'

'তুমি! তুমি এখানে কি করছ?'

'আপনাকে এই নরকপুরী থেকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি। এখানে সারা জীবন বসে পচে মরার মানে হয় না। চলুন আমার সঙ্গে।'

কথা বলতে বলতে হারম্যানকে পোশাক এগিয়ে দিচ্ছিলাম আমি।

banglainternet.com

কাপড় পরা শেষ হতে চুপিসারে বেরিয়ে এলাম করিডরে। নিরাপদেই চলে এলাম আমার বাড়ির কাছে।

'সেদিন কি ঘটেছিল?' গাড়িতে বসেই জিজ্ঞেস করল হারম্যান।

'রকেট বিস্ফোরিত হবার পরপর কি ঘটেছিল কিছুই মনে নেই আমার। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে।'

'ওরা কিছুই বলেনি আপনাকে?'

'না।' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল হারম্যান। 'প্রশ্ন করে করে গলা ব্যথা হয়ে গেছে আমার।'

বিস্ফোরণের পরে কি ঘটেছিল বিস্তারিত বললাম হারম্যানকে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় মানুষ মারা গেছে শুনে খুবই মর্মাহত হল সে। শেলটনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে লাল হয়ে উঠল মুখ।

'খবরের কাগজগুলো আপনাকে খুনী বলে গালাগাল দিলেও কোনো ক্ষতি করতে পারেনি,' বললাম আমি। 'কারণ ওখানে আরো অনেক স্বাক্ষী ছিল যারা বলেছে আপনি রকেট ছাড়ার আগে জনতাকে সরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছে পুলিশ সার্জেন্ট আপনার কথা পাত্তা দেয়নি। যার কারণে সমস্ত অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছেন। বিস্ফোরণে পুলিশ সার্জেন্ট নিজেও মারা গেছে।

'তবে এলড্রেজ এখন ক্ষেপে আছে আপনার ওপর। কাজেই কিছুদিন আপনার গা ঢাকা দিয়ে থাকা দরকার।' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হারম্যান। 'শুনেছি বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে গেছে এলড্রেজ?'

'হ্যাঁ। তবে না বাঁচলেই ভালো ছিল। দুটো পা-ই হারিয়ে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেছে সে। কিন্তু মুখখানা তার এখনো সমানেই চলছে।'

banglainternet.com

হারম্যানকে নিয়ে আমি মিনেসোটায় আমার চাচার খামার বাড়িতে চলে এলাম। নির্জন জায়গা। কেউ কার খবর রাখে না। ওখানে দেখতে দেখতে এক হপ্তা কেটে গেল। হারম্যানের হাসপাতাল থেকে পালান নিয়ে কয়েকদিন বেশ হৈ চৈ হল। তারপর আস্তে আস্তে থিতু হয়ে এল ব্যাপারটা। মনে হল হারম্যান পালিয়ে গেছে বলে কর্তৃপক্ষ যেন স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলেছে।

মাস ছয় পরের কথা। হারম্যান আবার মহাশূন্য অভিযাত্রায় নামার

পরিকল্পনা করেছে। জেদী মানুষ সে। কোনো প্রতিকূলতা তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সে যা করবে বলে একবার সিদ্ধান্ত নেয় তা করে ছাড়ে।

'প্রথমবারে আমার ভুল হয়েছিল।' এক শীতের সকালে হারম্যান বলল আমাকে, 'গবেষণার বিষয়টি ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা ঠিক হয়নি। তবে এবার সম্পূর্ণ গোপনে চালাব কাজটা।'

আমি হারম্যানের কথায় উৎসাহ বোধ করলাম না। শুকন হেসে বললাম, 'আপনি জানেন না রকেট নিয়ে সব রকম গবেষণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে? এমন কি থিওরিটিক্যাল রিসার্চের শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড?'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'অবশ্যই না, বস। আমি তথ্য জানাচ্ছি শুধু। তাছাড়া সমস্যা আরো আছে। আমাদের দু'জনের পক্ষে রকেট শিপ বানান সম্ভব নয়।'

'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি আগেই চিন্তা-ভাবনা করেছি, ক্লিফ। কিভাবে টাকার জোগাড় হবে তাও ভেবে রেখেছি। তোমাকে এজন্যে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করতে হবে।

'প্রথমে শিকাগো যাবে। সেখানে দেখা করবে রবার্টস অ্যান্ড স্টানটন ফার্মের সাথে। আমি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছি সব ওই ফার্ম থেকে নিয়ে আসবে। তারপর তিনজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এরা হল হ্যারী জেঙ্কিনস, জো ওব্রায়েন এবং নিল স্টানটন। যত দ্রুত সম্ভব এদেরকে নিয়ে ফিরে আসবে।'

দু'দিন পরে শিকাগোর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম আমি। হারম্যান যেভাবে বলে দিয়েছিল সেভাবে কাজ করলাম। কোনো অসুবিধে হল না। উত্তরাধিকার সূত্রে এক মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল হারম্যান। অর্ধেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল প্রথম জাহাজটা তৈরি করতে। বাকি অর্ধেক ফার্ম থেকে তুলে আনলাম। ওই তিনজনকেও নিয়ে এলাম। এরা রকেট নির্মাণে বিশেষজ্ঞ। এরপর শুরু হল নতুন প্রমিথিউস নির্মাণের পালা। সে এক দীর্ঘ সময়ের স্বপ্ন। সংক্ষেপে এটুকুই বলি—রকেট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম নানা শহর থেকে কিনেছি আমরা। অত্যন্ত গোপনে কাজটা করতে হয়েছে আমাদেরকে। সবচে' সমস্যায় পড়েছি দশ টন ফুয়েল জোগাড় করতে। এতেই বেশি সময় লেগেছে। টাকা পয়সার ঘাটতি হয়েছে। তাও বহু কষ্টে

banglainternet.com

জোগাড় করেছি। টানা পাঁচ বছর একটানা পরিশ্রম করার পরে তৈরি হল নতুন প্রমিথিউস।

এই পাঁচ বছরে রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিক অঙ্গনে ঘটে গেল অনেক কিছুই। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮—এই সময়টাকে অভিহিত করা হল "নয়া ভিক্টোরিয়ান যুগ" বলে।

মহাশূন্য অভিযান এবং গবেষণার ওপর যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে উঠে যেতে শুরু করল। ১৯৭৪ সালের নির্বাচনে এলড্রেজ কংগ্রেসে এল। ৯৩ তম কংগ্রেসে বিখ্যাত স্টোনলি-কার্টার বিল পাস হল। প্রতিষ্ঠিত হল ফেডারেল সায়েন্টিফিক নির্বাচন ইনভেস্টিগেটরি ব্যুরো বা F. S. R. I. B , এই সংস্থাকে ক্ষমতা দেওয়া হল সারা দেশে সব ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৈধতা বিচারের। ইচ্ছে করলেই সংস্থাটি যে কোনো গবেষণা বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা পেল। এদিকে এলড্রেজ যথারীতি গলাবাজি করে চলেছে। একবার সে বলল বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে। একে এখন থামান দরকার। শুধু ঈশ্বর আর বিশ্বাসের ওপর ভরসা রেখেই আমরা বিশ্বজনীন এবং চিরস্থায়ী সমৃদ্ধি আনতে পারি।

তবে এটাই ছিল এলড্রেজের শেষ গলাবাজি। ভাঙা ঠ্যাং আর জোড়া লাগেনি তার। ১৯৭৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মারা গেল সে।

তবে এলড্রেজের মৃত্যু রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতির জীবনে কোনো প্রভাব ফেলল না। তবে F. S. R. I. B তার কাজ করে যাচ্ছিল। যদিও বিজ্ঞানের গলা টিপে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না এই সংস্থাটির পক্ষে। ১৯৭৮ সালে F. S. R. I. B-র ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস করা হল। বলা হল এখন থেকে সংস্থাটি শুধু সেসব গবেষণার ব্যাপারে নাক গলাতে পারবে যেসব গবেষণায় তাকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেয়া হবে।

banglainternet.com

১৯৭৮ সালের বসন্তে নতুন প্রমিথিউস-এর কাজ শেষ হয়ে গেল। তবে পরিমাণ মতো ফুয়েল জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। কিন্তু হারম্যানের গোঁ সে এই ফুয়েল নিয়েই মহাকাশ যাত্রা করবে। তাকে বাধা দিয়েও লাভ হল না।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। হারম্যান তার নতুন প্রমিথিউস নিয়ে মহাশূন্য

অভিযান করার ৩৩ ঘণ্টা পরে খবর পেলাম ওয়াশিংটনে, পোটোম্যাক নদীর বালুতে মুখ থুবড়ে পড়েছে একটি রকেটশিপ। ফুয়েল ফুরিয়ে গিয়েছিল ওটার। পুলিশ এসে রকেট-শিপ এবং তার একমাত্র ক্লান্ত, প্রায় বিধ্বস্ত যাত্রীকে উদ্ধার করল। রকেট-শিপটির নাম নিউ প্রমিথিউস। যাত্রীর নাম জন হারম্যান।

পরে শুনেছি পুলিশ যখন প্রমিথিউসের মধ্যে চিৎ হয়ে থাকা হারম্যানের দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছিল, তখন নাকি হারম্যান চেঁচাচ্ছিল, 'যাও, বোকার দল। আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাও। তবে আমি ঠিকই চাঁদ থেকে ঘুরে এসেছি। চাঁদটাকে তো আর ফাঁসিতে লটকাতে পারবে না। যাও F. S. R. I. B-কে খবর দাও। ওরা হয়তো আমার অভিযাত্রাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করবে।' বলে অজ্ঞান হয়ে যায় হারম্যান।

অজ্ঞান হারম্যানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সরকারি কর্মকর্তারা গেলেন প্রমিথিউসকে দেখতে। লগ পড়লেন, ড্রইং-এ চোখ বুলালেন, চাঁদে তোলা হারম্যানের ছবিগুলো দেখলেন, তারপর নীরবে চলে গেলেন। জনতা পোটোম্যাক নদীর তীরে ভিড় জমাল। ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা—একজন মানুষ চাঁদে গিয়েছিল।

এরপর অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। হারম্যান নিজেও আশা করেনি এমন কিছু ঘটবে। গোটা পৃথিবীর মানুষ উল্লসিত হয়ে উঠল হারম্যানের চাঁদে যাবার কথা শুনে। সবাই তাকে অভিনন্দিত করতে লাগল। আমি একদিন হাসপাতালে গেলাম হারম্যানকে দেখতে। দেখি খবরের কাগজ, টেলিগ্রাম আর চিঠির স্তূপের মধ্যে প্রায় ডুবে আছে হারম্যান। আমাকে দেখে হাসল সে। বলল, 'এ হল ট্রেন্ড বা ঝোঁক, ক্লিফ। ঘড়ির পেন্ডুলাম আবার আমাদের দিকে দুলতে শুরু করেছে।'

banglainternet.com

অনুবাদ : অপু রায়হান